Q.4) সংবেদনের ধর্মগুলি ব্যাখ্যা কর। (Explain attributes of sensation.)

Ans: যে সব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ প্রতিটি সংবেদনের মধ্যে থাকে, তাদের সংবেদনের ধর্ম বলে।
সংবেদনের ধর্মগুলি (Attributes of Sensation) হল:
i) গুণ (Quality)
ii) তীব্রতা (intensity)
iii) স্পষ্টতা (Clearness)
iv) স্থায়িত্ব (duration)
v) বিস্তার (extensity)
vi) স্থানগত বৈশিষ্ট্য (local character)

নীচে এই ছয়টি ধর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হল।

i) গুণ (Quality): সংবেদনের গুণ হল সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য একটি সংবেদনকে অপর এক সংবেদন থেকে পৃথক করা যায়। গুণ অনুযায়ী সংবেদন পাঁচপ্রকার। যথা দর্শন সংবেদন, শ্রবণ সংবেদন, স্পর্শ সংবেদন, ঘ্রাণ সংবেদন এবং স্বাদ সংবেদন। এই সংবেদনের গুণের পার্থক্য আবার দুপ্রকার যথা ক) জাতিগত পার্থক্য ও খ) উপজাতিগত পার্থক্য।

ক) জাতিগত পার্থক্য: এক ইন্দ্রিয় উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের সঙ্গে ভিন্ন ইন্দ্রিয় উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের যে গুণগত পার্থক্য তাকে বলে জাতিগত পার্থক্য। যেমন- চক্ষুরিন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে দর্শন সংবেদন হয়, আবার কর্ণেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে শ্রবণ সংবেদন হয় এই দুটি সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য জাতিগত।

খ) উপজাতিগত পার্থক্য: এক জাতিভুক্ত সংবেদনগুলির মধ্যেও আবার পার্থক্য আছে। যেমন দর্শন-সংবেদন ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে যেমন- লাল বর্ণের সংবেদন, নীলবর্ণের সংবেদন ইত্যাদি। স্বাদ সংবেদনও ভিন্ন রকম হতে পারে যেমন- তিক্ততার সংবেদন মিষ্টতার সংবেদন ইত্যাদি। এখানে এক সংবেদনের সঙ্গে অন্য সংবেদনের জাতিগত মিল থাকলেও তাদের মধ্যে উপজাতিগত পার্থক্য আছে।

ii) তীব্রতা (Intensity):- একজাতীয় দুটি সংবেদনের মধ্যে তীব্রতা অনুযায়ী পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন- জোরালো শব্দ ক্ষীণ শব্দ থেকে ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। উজ্জ্বল আলো ক্ষীণ আলো থেকে ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়, তীব্রতম মৃদুতম থেকে পৃথকরূপে বোধ হয়। সংবেদনের এই তীব্রতা নির্ভর করে উদ্দীপকের তীব্রতার উপর। উদ্দীপকটি তীব্র হলে সংবেদন তীব্র হয়, উদ্দীপক মৃদু হলে সংবেদন মৃদু হয়।

iii) স্পষ্টতা (Clearness): একই শ্রেণীভুক্ত দুটি সংবেদনের মধ্যে স্পষ্টতার পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন ... স্পষ্ট, আবার কোন সংবেদন ...

নির্দিষ্ট করা হয়। চেতনার কেন্দ্রবিন্দু ও চেতনার পরিধি, যেসব বিষয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু অধিকার করে তাদের সম্পর্কে আমাদের চেতনা সুস্পষ্ট হয়। আবার যে সব বিষয় চেতনার প্রান্তদেশে থাকে তাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট সংবেদন হয়। সংবেদনের স্পষ্টতা নির্ভর করে আমাদের মনোযোগের উপর। যে বিষয়ে মনোযোগ বেশী তা স্পষ্টভাবে, আর যে বিষয়ে মনোযোগ কম সে বিষয় অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

iv) স্থায়িত্ব: (Duration): স্থিতিকালের পার্থক্য হলে এক জাতীয় দুটি সংবেদন ভিন্ন বলে মনে হয়। যেমন একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রথমে সারাদিন চলল, আবার ঐ একই সঙ্গীত এক মিনিট হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে প্রথমবার সারাদিন ধরে যখন সঙ্গীতটির সংবেদন দীর্ঘকাল থাকে আর দ্বিতীয়বার অল্প কাল হয়ে থেমে যাওয়া সঙ্গীতটির সংবেদন অল্পকাল স্থায়ী হবে। দীর্ঘ সময় ধরে শ্রুত সংবেদন যে এক মিনিট ধরে শ্রুত সংবেদন থেকে ভিন্ন বলে অনুভূত হয়। তাই বলা যায় সংবেদনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উদ্দীপকের স্থায়িত্বের উপর।

v) বিস্তার বা ব্যাপ্তি (Extensity): সংবেদনের বিস্তার নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের কতটা অংশ উদ্দীপিত হয়েছে তার উপর। কোন বস্তুকে প্রথমে একটি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে পরে যদি তাকে আবার সমস্ত হাতের তল দিয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহলে পূর্বোক্ত দুটি স্পর্শ-সংবেদনের মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হবে তা হল হবে বিস্তারগত পার্থক্য।

vi) স্থানগত বৈশিষ্ট্য (Local Character): আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংবেদন বিভিন্ন। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন সংবেদনের মূলে হল সংবেদনের স্থানগত বৈশিষ্ট্য। কাজেই সংবেদনের প্রকৃতি জেনে আমরা বলতে পারি - সেই সংবেদনের মূলে কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা আছে। যেমন - দর্শন সংবেদন হলে আমরা চোখকে নির্দেশ করি, শব্দ সংবেদন হলে আমরা কানকে নির্দেশ করি। কোন চোখ বন্ধ থাকাকালীন, কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তি আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করলে আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি, দেহের কোন কোন অংশ সে স্পর্শ করেছে। সংবেদনের বিভিন্নতা মূলত সংবেদনের স্থানগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

—o—

M. M